শক্তি প্রারম্ভিকায়ে নারী
সোমা ভট্টাচার্য

"সর্ব প্রকৃতির শক্তি তুমি কহে বেদ, নিখিল ব্রহ্মান্ডে পরিপূর্ণ তুমি মাতা"

বহুকাল ধরে নানা বিচিত্র আখ্যানে বহুধা বিভক্ত ভাবাশ্রয়ে ও রূপ কল্পনায় তত্ত্বটি দুরবগ্রাহ হয়ে উঠেছে। তার কারণ হল গুন প্রক্রিয়া মহাশক্তির বিশেষণে হিন্দু মতবাদেও এর বিভিন্নতা প্রকাশিত হয়।

যেমন- সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা; বৈষ্ণবাদী দর্শন শক্তিকে আলাদা সত্ত্বা বলে মানেন। এক অ দ্বৈত বেদান্ত শক্তিকে অবিচ্ছিন্ন মনে করেণ। বিভিন্ন পুরাণে রক্ষার ধ্বজাধারির ভূমিকায় মহাশক্তিকে বর্ণভেদে মাতৃকারূপে অবস্থিত দেখা যায়, যেন জগন্মূর্তি- এ জগতে তারই মূর্ত্তি, সমস্ত শক্তির আধার রূপিনী হয়ে বিরাজ করছেন। তিনি সর্বময়, সর্ব ইন্দ্রিয় অভিভূত করে এই মহাতামসী মহাশক্তি অবস্থান করেন। শাস্ত্র সম্মতভাবে বিশেশিত হয় যে, এই শক্তিই নারী রূপে পরিগণিত।

আমাদের এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে পিতা-মাতা - এই সম্মিলিত শব্দটির স্ত্রী রূপ হল নারী। জরায়ুর এক মিশ্র রহস্যময়তার আধার হলেন এই নারী এবং মাতা। বৈষ্ণব দর্শন বলেন শ্রী রাধা ঠাকুরাণী হলেন শক্তি, যা ব্যতিত স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা অচল অর্থাৎ যেখানেই ঈশ্বর বিরাজিত, সেখানেই তার স্বাভাবিক শক্তিস্বরূপা যোগমায়া সহযুক্তা হয়ে থাকেন।

বর্তমান বিশ্বকোষ অভিধানে 'মায়া' শব্দের অর্থ হলো কৃপা। মমতাময়ী দেবীশক্তি অধিকারিনী মাতা আমাদের কৃপা করেন। নারী জীবনের প্রধান ধর্ম তার নারী স্বত্ত্বার যথাযথ উন্মোচন ঘটানো। তা শুধু সন্তান ধারণই নয়। যেদিন যে নারী সর্বস্তরের শিশুর মধ্যে আপন সন্তানের মমতা উপলব্ধি করতে পারবে, সেদিন বলা যাবে তার মধ্যে মাতৃত্ববোধ জাগ্রত হয়েছে।

আমরা ঘোর কালি বা কেয়ামত বলি, তা ধর্ম শাস্ত্রের ব্যাখ্যা যাই হোক না - তা অনেকাংশে এ সমাজ সভ্যতায় ফুটে উঠছে। বদলে যাওয়া সমাজ সংস্কারে প্রকৃতিকে ধাবিত করছে মরন ধ্বংসের দিকে।

কালের অকাল গ্রাসে এই মাতৃরূপের সর্বনাশ ঘটছে। আমাদের মূল্যবোধ লোপ পাচ্ছে। একে অন্যকে স্থূল দোষারোপ করছি জীবনের অর্জনের পথে অপ্রাপ্যতার তাগিদে।

একজন নারীকে স্ত্রী তথা মাতৃরূপে উদ্ভাসিত হতে তার স্বীয় মূল্যবোধ যতখানি জাগ্রত করা প্রয়োজন ঠিক ততখানি প্রয়োজন পুরুষের স্বামীর ভূমিকা যথাযথ ভাবে পালনের।

তাই ভারত দর্শন বলে- ‘স্রষ্টা’ সদৃশ জ্ঞানে ‘মাতৃ’ শব্দের তাৎপর্য উপলব্ধি মনুষ্য সমাজের সূচনালগ্ন হওয়া উচিত।

লেখকঃ চাঁদপর, বাংলাদেশ